তারিখ 26 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

কিশোরগঞ্জে ৮৯ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ দেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করা হইলেও গত শিক্ষা বর্ষে বিভিন্ন সমস্যার কারণে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় ৮৯ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাহিরে ছিল বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত সর্বশেষ জরিপ হইতে জানা গিয়াছে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী সমগ্র জেলার ১৩টি থানায় ৮০৮টি সরকারী, ৩৫৭টি রেজিষ্টার্ড ও ১২৪টি আন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। গত বছর জেলায় ৬ হইতে ১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ১০ হাজার ৯২৬ জন। তন্মধ্যে উপরোল্লেখিত বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২১ হাজার ৯৪৪ জন। বাকী ৮৮ হাজার ৯৮২ জন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আওতার বহির্ভূত এ সকল শিশুর মধ্যে ছিল কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ৯১৮৭ জন, করিমগঞ্জে ৯১০২ জন, তাড়াইলে ৭০৩৭ জন, হোসেনপুরে ৪৭২৮ জন, পাকুন্দিয়া ১১৮৩৩ জন, কটিয়াদীতে ১০৩৬৪ জন, বাজিতপুরে ৬৬১৯ কুলিয়ারচরে ২২০৮ জন, ভৈরবে ৭৬৩৮ জন, অষ্টগ্রামে ৪৩২৮ জন, ইটনায় ৮৬৭০ জন, মিটামইনে ৩৫৩৯ জন ও নিকলীতে ৩৭২৯ জন। অবশ্য বেসরকারী হিসাবে শিক্ষা বঞ্চিতদের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জ ৮৯ হাজার

(৩য় পৃঃ পর)

সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ সকল শিশুদের ভর্তি না হওয়ার কারণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়া জানা যায়, অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্যতা, গ্রামে-গঞ্জে যোগাযোগের অব্যবস্থা, কোন কোন বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব এবং সর্বোপরি অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় পিতা-মাতা অভিভাবকদের চেতনার অভাব। অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে মাঝপথে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।